তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

ঝিনাইদহে ইজি বাইকের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে কলেজ ছাত্রীর মৃত্যু

অনার্স পরীক্ষা শেষ করে ঘুরতে বেরিয়েছিল সুমাইয়া। বাড়ি থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথে ইজি বাইকের মোটরে গলার ওড়না পেঁচিয়ে প্রাণ গেছে সুমাইয়া খাতুন (২৩) নামে এক কলেজ ছাত্রীর।

রোববার বেলা ১টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের পাশের বোড়াই গ্রাম মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সুমাইয়া হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং একই উপজেলার জুড়াপুকুরিয়া গ্রামের সেলিম রেজার স্ত্রী। তিনি এ বছর সরকারি কেসি কলেজ থেকে অনার্স পরীক্ষা শেষ করেছেন।

স্বজনরা জানান, রোববার দুপুরে সুমাইয়া তার স্বামীর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার আক্কাস লেকভিউ পার্কে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তারা

সাধুহাটী মোড় পার হয়ে চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে যাওয়ার সময় বুড়াই বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছালে সুমাইয়ার গলার ওড়না ইজি বাইকের মোটরে পেঁচিয়ে যায়। এতে তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ঝিনাইদহ সদর হাইওয়ে থানার পুলিশ বিকাল ৪টার দিকে পরিবারের কাছে সুমাইয়ার মরদেহ হস্তান্তর করে। সুমাইয়ার মৃত্যুর খবরে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আলমডাঙ্গায় কলেজছাত্রীকে প্রেমের সম্পর্কে দেহভাগ শেষে প্রতারণা

আলমডাঙ্গায় বিয়ের প্রলোভনে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে মামুনের বিরুদ্ধে। আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জের কৃষ্ণপুর গ্রামে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধরে শারীরিক সম্পর্কের পর বিয়ে করতে অস্বীকৃতির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রতারিত এক কলেজছাত্রী আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে মামুন (২৮) ফেসবুকের মাধ্যমে দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের ওই কলেজছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর মামুন গোপন ছবি ও ভিডিও চান। বিয়ের আশ্বাসে ছাত্রীটি তা পাঠালে পরবর্তীতে ভিডিও প্রকাশের ভয় দেখিয়ে তাকে শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করেন।

কলেজছাত্রী অভিযোগ করে বলেন, “ভিডিও ও ছবির ভয় দেখিয়ে সে আমাকে স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্পর্ক করতে বাধ্য করেছে। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিল। একাধিকবার বিয়ের কথা বললেও হঠাৎ জানিয়ে দেয়, সে আমাকে বিয়ে করবে না। এরপর ফোন ও ফেসবুকে ব্লক করে দেয়।”

ঘটনার পর গত সোমবার ভুক্তভোগী যুবকের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাবিতে অনশন শুরু করেন। তবে মামুনের পরিবারের লোকজন তাকে মারধর করে বের করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে স্থানীয়ভাবে দু’দফা সালিস বৈঠক হলেও সমাধান হয়নি। শেষ বৈঠকে মামুন প্রেমের সম্পর্ক ও শারীরিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করলেও বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান।

ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী বলেন, “আমাদের সম্পর্কের সব প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি মামুন আমাকে বিয়ে না করে, আমি আদালতে মামলা করব।” এ বিষয়ে অভিযুক্ত মামুনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

আলমডাঙ্গার পারলক্ষীপুরে কলেজছাত্রীর আত্ম*হ*ত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মায়ের সঙ্গে অভিমান করে রেশমা খাতুন (১৭) নামের এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় তার নিজ ঘর বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করেন। পরে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রেশমা খাতুন উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পারলক্ষীপুর গ্রামের জরিপ হোসেনের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে কলেজছাত্রী রেশমা তার মা সাহেদা খাতুনের সাথে মাছ কাটা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করে আত্নহত্যা করে। পরে সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো প্রস্তুতি চলছিল। এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রেশমার মা বলেন, আমার মেয়ে সরোজগঞ্জের তেতুল শেখ কলেজের দ্বাদশ

শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। অভাবের সংসারে তার লেখাপড়ার খরচ জোগাতে সে নিজেই সেলাই মেশিনের কাজ করে। তাকে মাছ কাটতে বলায় আমার সাথে কথা কাটাকাটি হয়। আমার উপরে অভিমান করে, দুরে চলে গেলো।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।